যুগান্তর

# ঢাবি প্রক্টরিয়াল বিধি সংশোধনে কমিটি গঠিত

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বিহি সংশোধন করে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। রোববার সিন্ডিকেট এ কমিটি ঠিন করে। কমিটিতে প্রশাসন সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার প্রতিনিধিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিগগিরই কমিটি কাজ শুরু করবে বলে জানা গেছে। ১১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আবু জাফর মাহমুদকে। কমিটির অন্য সদস্যরা হচ্ছেন– আইন অনুষদের ডিন তাসলিমা মানসুর, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রওশন আরা জাহান, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক আহমদ কবির, সিন্ডিকেট সদস্য ব্যারিস্টার খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমাদ এমপি, শিক্ষক সমিতি সভাপতি অধ্যাপক আবুল খায়ের, সাধারণ সম্পাদক শরিফ উল্লাহ ভূঁইয়া, শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক হাবিবা খাতুন, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আফতাব আহমেদ ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কামরুল আহসান চৌধুরী। কমিটির সদস্য সচিব হিসাবে কাজ করবেন প্রক্টর এএসএম আতিকুর রহমান।

প্রক্টরিয়াল বিধি সংশোধনের জন্য ১৯৯৮ সালে তৎকালীন সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক আবদুল মোমিন চৌধুরীকে আহ্বায়ক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ওই কমিটি মাত্র দুটি বৈঠক ছাড়া আর কিছু করেনি। সে সময় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগের একজন শিক্ষকের সঙ্গে এক ছাত্রীর অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন নিয়ে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের মুখে ওই কমিটি গ.ঠিত হয়েছিল। এবারও ছাত্রী হলে পুলিশি হামলার ঘটনায় গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের ৭ দফা দাবির অন্যতম দাবি প্রক্টরিয়াল বিধি সংশোধন। এ দাবির কারণেই গঠিত হয়েছে এই কমিটি। কমিটি কি সফল হবে? এ প্রশ্নের জবাবে সদস্য সচিব প্রক্টর এএসএম আতিকুর রহমান বলেন, কমিটির ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে এবং যথাসময়ে সম্পন্ন করা হবে।

১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৪ সালে অধ্যাদেশ তৈরির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রক্টরিয়াল বিধি তৈরি হয়। এরপর ১৯৬১ ও ১৯৭৩ সালে অধ্যাদেশে পরিবর্তন এলেও প্রক্টরিয়াল বিধিতে হাত দেয়া হয়নি। এতে অযুগোপযোগী এবং সাবেক আমলের আইন নয়, হাস্যকর অনেক বিধিও রয়েছে। ১৭টি ধারা ও উপধারা সংবলিত এ বিধি পরিবর্তনের দাবি দীর্ঘদিনের।